সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক
কেন্দ্রীয় সচিবালয়: হেরালডিক হাইট্স, ২/২ (লেভেল-৪), মিরপুর রোড, বস্নক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
www.shujan.org ও www.votebd.org

২৪ আগস্ট ২০২৪

সুজন-এর উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত
রাষ্ট্র সংস্কারের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক-অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক রাষ্ট্র গঠনের দাবি

হত্যা ও সহিংসতায় জড়িতদের দ্রুততার সঙ্গে বিচারের আওতায় আনা; আন্দোলনে নিহতদের পরিবারগুলোকে সহায়তা করা ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া; আহতদের সুচিকিৎসাসহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়েছে নাগরিক সংগঠন সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক। একইসঙ্গে রাষ্ট্র সংস্কারের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক-অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের দাবি জানিয়েছেন সুজন নেতৃবৃন্দ। তাঁরা আজ ২৪ আগস্ট ২০২৪, শনিবার, সকাল ১১টায় রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে সুজন আয়োজিত এক মানববন্ধন থেকে উক্ত দাবি জানান। উল্লেখ্য, ঢাকা ছাড়াও সুজন-এর উদ্যোগে একই দাবিতে আজ সারাদেশের সকল জেলা ও বিভিন্ন উপজেলায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধনে জাতীয় কন্যাশিশু এ্যাডভোকেসি ফোরাম, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ, গণস্বাক্ষরতা অভিযান, ওয়াই ডব্লিউ সি এ, ক্যাম্প বাংলাদেশ, হেল্প বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রুরাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি, টিএমএসএস, হিউম্যান রাইটস অ্যালায়েন্স বাংলাদেশ, হিউম্যান রাইটস ডেভলেপমেন্ট সেন্টার, সিরাজুল আলম খান ফাউন্ডেশন ইত্যাদি সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন।

সুজন-এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, সহ-সম্পাদক জাকির হোসেন, নির্বাহী সদস্য ড. তোফায়েল আহমেদ ও অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস প্রমুখ। সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, হেলফ ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, ওয়াই ডব্লিউ সি এ প্রতিনিধি পুরবী তালুকদার, সিরাজুল আলম খান ফাউন্ডেশনের সদস্য সচিব ব্যারিস্টার ফারাহ খান, সুজন-এর ঢাকা জেলা কমিটির সম্পাদক মাহবুল হক, ঢাকা মহানগর কমিটির সম্পাদক জুবাইরুল হক নাহিদ প্রমূখ।

ড. বদিউল আলম মজুমদার তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লব্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু আমরা তা থেকে যোজন যোজন দূরে চলে গিয়েছিলাম। নব্বইয়ে তিনজোটের রূপরেখার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র সংস্কারের আরেকটি সুযোগ তৈরি হলেও আমরা সেই সুযোগ হারিয়েছি। তাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এখন যে সুযোগ তৈরি হয়েছে তাকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না।'

তিনি বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারকে একইসঙ্গে দুটো কাজ করতে হবে। প্রথমত, বিগত সময়ে যারাই দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, হত্যা ও বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের বিচার করা। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র সংস্কারের লব্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।'

ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বহুমুখী সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। প্রশাসনের বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা পালিয়ে গেছেন। এটা নজিরবিহীন। এখন দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে। এরফলে বিপুল সংখ্যক ঘরবাড়ি ধ্বসে গেছে, ফসলের মারাত্মক ৰতি হয়েছে। বিত্তবানদের উচিত হবে ঘরবাড়ি নির্মাণে সহায়তা ও চারা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করা এবং প্রধান উপদেষ্টার তহবিলেও দান করা।'

তিনি বলেন, 'আন্দোলনের সময় সেনাবাহিনী জনগণের ওপর গুলি না চালিয়ে একটি অভূতপূর্ব কাজ করেছে। এখন বন্যা দুর্গত এলাকায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারকে সহায়তা করবে।' বিদেশি গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সম্পর্কে যে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

জাকির হোসেন বলেন, 'আমরা অতীতে বিভিন্ন সময় সুজন-এর পক্ষ থেকে সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেছি এবং নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে একটি নাগরিক সনদ প্রণয়ন করেছি। অতীতে ৰমতাসীনরা যদি সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করত, তাহলে তাদের এই করুণ পরিণতি ভোগ করতে হত না।'

অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, 'যে দেশে মানুষকে তিন-চার মাইল দূরে হেঁটে গিয়ে বয়স্ক কিংবা বিধবা ভাতা তুলতে হয়, সেই দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হওয়া কোনোভাবেই মেনে যায় না। তাই দ্রুত পাচারকৃত টাকা ফেরত আনতে যথাযথ পদৰেপ নিতে হবে। ভবিষ্যতে এক দলের পরিবর্তে আরেক ৰমতা এসে লুটপাট করবে আমরা তা দেখতে চাই না। আমরা দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের মধ্য দিয়ে একটি মানবিক, অসাম্প্রদায়িক, জবাবদিহিমূলক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।'

অ্যাডভোকেট রানাদাশ গুপ্ত বলেন, 'একটি বৈষম্যহীন ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখিয়ে ছাত্র-জনতা যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তার জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। ছাত্র সমাজের অভিলাষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে নাগরিক সমাজকে সেই স্বপ্নের জাল বুনে নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়েই ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হবে।'

মানববন্ধন থেকে সুজন-এর পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কিছু আহ্বান জানানো হয়। সেগুলো হলো: হত্যা, সহিংসতা, লুটপাট ইত্যাদিতে জড়িতদের চিহ্নিত করার জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে দ্রুত তদন্ত কমিটি গঠন করা; হত্যা ও সহিংসতায় জড়িতদের দ্রুততার সাথে বিচারের আওতায় আনা; আন্দোলনে নিহতদের তালিকা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোকে সহায়তা করা ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া; আহতদের সুচিকিৎসাসহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলায় জড়িতদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা; রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা; সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরি করা; সংবিধানের গণতান্ত্রিক চেতনা পরিপন্থি ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার করা এবং প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ নির্ধারণ করা; জনপ্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সকল সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণমুক্ত করা; আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা; 'না-ভোটে'র বিধান পুনঃপ্রবর্তন করা; নির্দলীয় ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন আয়োজন করা; স্থানীয় সরকারের কর্মকান্ডে সংসদ সদস্যদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করো; সংরক্ষিত নারী আসন এক-তৃতীয়াংশে উন্নীত করা এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা; ঋণখেলাপিদের তালিকা প্রকাশ করা; 'সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট'-এর নিবর্তনমূলক ধারাসমূহ বাতিলসহ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করো; সৎ, যোগ্য ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা; দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনালে দুর্নীতিবাজদের বিচার করা; তরুণদের নেতৃত্ব বিকাশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; গুম, খুন ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকা- বন্ধ করা; একটি শোষণহীন মানবিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা ইত্যাদি।

বার্তা প্রেরক–

মর্জি বিশ্বাস
সুজন সচিবালয় (ফোন: 01716-052323)